JAN. 04 2002

যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় গ্রন্থ বর্ষ

দুই হাজার দুই সালকে 'জাতীয় গ্রন্থ বর্ষ' ঘোষণা করিয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই বৎসর উপহারের তালিকায় বই রাখিবার এবং প্রতিটি উৎসবে প্রিয়জনকে বই উপহার দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। গত মঙ্গলবার শেরেবাংলা নগর জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ঢাকা বইমেলা ২০০২ উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা ও আহ্বান পুস্তকপ্রেমী এবং বই ব্যবসার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকে আনন্দিত করিবে। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, সারা বৎসর গ্রন্থ, গ্রন্থাগার এবং এই সংক্রান্ত নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশ জুড়িয়া বইয়ের প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার এবং মননশীলতা চর্চার ক্ষেত্রে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে হইবে।

একটি বৎসরকে জাতীয় গ্রন্থ বর্ষ হিসাবে ঘোষণা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, ইহার মাধ্যমে বই পাঠের প্রসার ঘটানোর প্রয়োজনীয়তাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হইল। ইতিবাচক বাস্তবতা হইতেছে, আমাদের দেশে বইয়ের পাঠক বাড়িয়াছে। পূর্বের তুলনায় এখন বই বিক্রির হার বেশি। তবে পুস্তক প্রকাশনা ও বিপণন নানান জটিলতা ও সমস্যার নিগড়ে বন্দি হইয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশনা মূলত একুশে কেন্দ্রিক। একুশের বইমেলাকে সামনে রাখিয়া প্রতি বৎসর নূতন নূতন বই প্রকাশের তৎপরতা চলে। মেলা উপলক্ষে নূতন বই বাজারে আসে, বিক্রি হয়; তারপর সবকিছু কেমন যেন ঝিমাইয়া পড়ে। সারা বৎসর আর নূতন বই প্রকাশ ও বিপণনের তেমন কোন উদ্যোগ-আয়োজন চোখে পড়ে না। মোদ্দা কথা, পুস্তক প্রকাশনা এখনও বাংলাদেশে শিল্প হিসাবে ভিত্তি লাভ করে নাই। ফলে এই খাতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড বৎসরের পর বৎসর কেমন যেন এডহক ভিত্তিতে চলিতেছে। লেখকগণ বই বিক্রি বাবদ ন্যায্য রয়ালটি পান না বলিয়া অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ঢাকার কোন কোন প্রকাশকের বিরুদ্ধে কপিরাইট পাইরেসির অভিযোগও শোনা যায়। কলকাতার নামকরা লেখকদের বিভিন্ন বই রহস্যময় ঠিকানায় ছাপা হইয়া ঢাকায় দেদারসে বিক্রি হয়। এই সকল তস্করতা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি বই পাঠের এবং বই ক্রয়ের অভ্যাস বিস্তারে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতে পারে। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিত। এই ব্যাপারে সরকারেরও দায়িত্ব রহিয়াছে। বই পাঠের আন্দোলন গ্রাম-স্তরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে পাবলিক লাইব্রেরি গড়িয়া তোলা হইলে পাঠাভ্যাসের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মননের বিকাশ ঘটিবে। এই সকল লাইব্রেরির জন্য সরকার নিয়মিত বই কিনিলে পুস্তক প্রকাশকগণও উপকৃত হইবেন। এক সময় ঢাকা ছাড়াও মফস্বল শহরগুলিতে একাধিক পাবলিক লাইব্রেরি ছিল। অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রামও পাবলিক লাইব্রেরি হইতে বঞ্চিত ছিল না। এই সকল লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করিয়া মননশীলতার ক্রমবিকাশ চলমান ছিল বলিয়া জাতি হিসাবে আমরা ছিলাম বাংলার বাইরের অনেকের ঈর্ষার পাত্র। সেই হারানো গৌরব ফিরাইয়া আনা এবং তাহাকে অতিক্রম করিয়া আলোকিত পথে যাত্রা অব্যাহত রাখিতে হইলে পাঠাভ্যাসের বিকল্প নাই।